করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে হযরত পৌল রা. লেখা প্রথম চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ৪

(১) লোকে আমাদের মনে করুক যে, আমরা মসিহের খাদেম এবং আল্লাহর নিগূঢ়তত্বের ব্যাপারগুলোর তত্ত্বাবধায়ক। (২)তদুপরি, তত্ত্বাবধায়কদের কাছে এটা আশা করা হয় যে, তারা হবে বিশ্বস্ত।

(৩)কিন্তু আমার বিচার তোমরাই করো কিংবা মানবীয় আদালত করে- এটা আমার কাছে খুবই সাধারণ ব্যাপার। এমনকি আমিও আমার বিচার করি না। (৪)আমার নিজের বিরুদ্ধের কোনোকিছুর ব্যাপারে আমি অবহিত নই, কিন্তু তাই বলে ওভাবে আমি নির্দোষ বলে রায়প্রাপ্তও নই। মসিহই আমার বিচার করেন।

(৫)সুতরাং, তোমরা সময়ের আগে, মসিহের আসার আগে, কোনোকিছুর বিচার কোরো না। এখন যা কিছু অন্ধকারে লুকানো আছে, তিনিই তা আলোতে আনবেন এবং মানুষের মনের সমস্ত মতলব প্রকাশ করে দেবেন। তখন প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছ থেকে প্রশংসা পাবে।

(৬)ভাই ও বোনেরা, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমি আমার নিজের ও আপল্লোর উদাহরণ দিয়ে এসব বললাম, যেনো তোমরা আমাদের কাছ থেকে একথার মানে শিখতে পারো, "যা লেখা আছে তার বাইরে আর কিছু নেই;" যাতে তোমাদের মধ্যে কেউ একজনের সমর্থনে অন্যজনের বিরুদ্ধে দম্ভ না-দেখায়।

(৭)কেননা তোমার মাঝে ভিন্নকিছু কে দেখেছে? তোমার এমন কী আছে, যা তুমি পাওনি? আর যদি তা পেয়েই থাকো, তাহলে কেনো তা দান নয় বলে গর্ব করো?

(৮)ইতোমধ্যেই তোমরা তোমাদের কাঙ্ক্ষিক্ষত সবকিছু পেয়ে গেছো! ইতোমধ্যেই তোমরা ধনী হয়ে গেছো! আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে তোমরা বাদশাহ হয়ে গেছো! আমার ইচ্ছে হয়, সত্যিই তোমরা যদি বাদশাহ হতে, তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে বাদশাহ হতে পারতাম! (৯)কেনান আমার মনে হয়, আমরা যারা হাওয়ারি, আমাদেরকে আল্লাহ মৃত্যুর সাজাপ্রাপ্ত লোকদের মতো সকলের শেষে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, কেননা আমরা গোটা দুনিয়ার কাছে, ফেরেস্তা ও মানুষের কাছে, হাস্যকর বস্তুতে পরিণত হয়েছি।

(১০)মসিহের জন্য আমরা মূর্খ আর তোমরা মসিহের সাথে যুক্ত হয়ে বুদ্ধিমান। আমরা দুর্বল কিন্তু তোমরা বলবান। তোমরা সম্মানিত কিন্তু আমরা অপমানিত। (১১)বর্তমান সময় পর্যন্ত আমরা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, আমরা পরে আছি গরিবী পোশাক, আমরা প্রহৃত ও গৃহহীন, (১২)এবং আমরা নিজের হাতে পরিশ্রম করে ক্লান্ত হচ্ছি। আমরা গালি

খেয়ে দোয়া করছি; নির্যাতিত হয়ে ধৈর্য ধরছি; [১৩]অপবাদ দিলে আমরা নম্রভাবে কথা বলছি। আজ অবধি আমরা যেনো জগতের আবর্জনা, সমস্ত কিছুর তলানিতে পরিণত হয়েছি।

[১৪]আমি তোমাদের লজ্জা দেবার জন্য নয়, বরং আমার প্রিয় সন্তান হিসেবে তোমাদের সাবধান করার জন্যই এসব লিখছি। [১৫]মসিহের ওপর ইমান আনার কারণে তোমাদের দশহাজার অভিভাবক থাকতে পারে, কিন্তু পিতা তোমাদের অনেক নেই। বস্তুত মসিহ হযরত ইসা আ. এর ওপর ইমান আনার কারণে ইঞ্জিলের মধ্য দিয়ে আমিই তোমাদের পিতা হয়েছি। [১৬]সেজন্য তোমাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, তোমরা আমার অনুকরণকারী হও।

[১৭]আর এজন্যই আমি তিমথীকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি- মসিহের অনুসারী হিসেবে সে আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত সন্তান। মসিহ হযরত ইসা আ. এর ওপর ইমান আনার ফলে আমি যে-সব কর্মপন্থা মেনে চলি এবং প্রত্যেক জায়গায় ও প্রত্যেক জামাতে শিক্ষা দেই, তা সে তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে। [১৮]কিন্তু আমি তোমাদের কাছে আসবো না ভেবে তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ উদ্ধত হয়ে উঠেছে।

[১৯]ইনশা-আল্লাহ, আমি শীঘ্রই তোমাদের কাছে আসবো; তবে ঐ উদ্ধতদের কথাবার্তা শুনতে নয়, বরং তাদের ক্ষমতা দেখে নিতে আসবো। [২০]কেননা আল্লাহর রাজ্য কথার নয়, বরং ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল।

[২১]তোমারা কী চাও? আমি তোমাদের কাছে বেত নিয়ে আসি, নাকি কোমল হৃদয়ের মহব্বত নিয়ে আসবো?